ঘোড়াশাল পৌরসভা কার্যালয়

পলাশ, নরসিংদী।

বিষয় ঃ জুন/২০২৩ মাসের পৌর পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী।

সভা নং ঃ ২১

সভাপতি ঃ **(মোঃ আল মুজাহিদ হোসেন)**
মেয়র
ঘোড়াশাল পৌরসভা
পলাশ, নরসিংদী।

তারিখ ঃ ২৫/০৬/২০২৩খ্রিঃ
সময় ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা ।
সভার স্থান ঃ ঘোড়াশাল পৌরসভার সভা কক্ষ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর হাজিরা রেজিষ্টারে সংরক্ষিত আছে।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলোয়াত করেন মোঃ তাজেল হোসেন হাওলাদার, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা ঘোড়াশাল পৌরসভা। এরপর সভাপতি সাহেব সকলকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

ক্র/নং	আলোচ্য সূচীঃ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১।	**পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরনী পাঠ ও অনুমোদন।**	সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সাহেব পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরনী পাঠ করিয়া শুনান। উহার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে আর কোন সংশোধনী না থাকায় পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সাহেব উহা অনুমোদনের প্রস্তাব করেন।	১।কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরনী অনুমোদন করা হয়।	মেয়র
২।	**নগর সমন্বয় কমিটির সভার সুপারিশ সভা নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন।**	সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সাহেব নগর সমন্বয় কমিটির সুপারিশ সমুহ সংক্ষিপ্ত আকারে সারাংশ করে নিম্নরুপ ভাবে সভায় উপস্থাপন করেন। **১। ট্রাক ষ্ট্যান্ডটি উন্নয়ন করার সুপারিশ করা হয়।** ২। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালন া করার সুপারিশ করা হয়। ৩। স্কুল কলেজের শিক্ষকদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতন করার সুপারিশ করা হয়। ৪। শিশু পার্ক নির্মানের জন্য কো-অপরেটিভ শ্রমিক ইউনিয়ন এর উত্তর পার্শ্বের পরিত্যাক্ত জায়গাটি সম্পর্কে ভূমি অফিসে খোঁজ খবর নেয়ার সুপারিশ করা হয়। ৫। পরিকল্পনা মাফিক ড্রেনের মাষ্টার প্লান করার সুপারিশ করা হয়। ৬। কোরবানীর বর্জ্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে অপসারন করার সুপারিশ করা হয়। ৭। খানেপুর বাজারের পূর্ব পার্শ্বের খালি জায়গা সম্পর্কে ভূমি অফিসে খোজ নেয়ার সুপারিশ করা হয়। ৮। সারকারখানার সামনের রাস্তা, উপজেলা টাওয়ার থেকে বালিয়া মোড় পর্যন্ত রাস্তা, বটতলা থেকে বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করার সুপারিশ করা হয়। ৯। চত্তর গুলো রাবিশ দ্বারা ভরাট করার সুপারিশ করা হয়। ১০। পৌরসভার সীমানা প্রাচীর করার সুপারিশ করা হয়। ১১। ফি নিয়ে অনুমোদনহীন বাড়ীঘরের অনুমোদন দেয়ার সুপারিশ করা হয়। ১২। মুক্তিযোদ্ধাদের নামে রাস্তা নাম করন করা সুপারিশ করা হয় ১৩। পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা করার সুপারিশ করা হয়। **১৪। মধ্য বাগপাড়ায় অস্থায়ী ডাস্টবিন করার** সুপারিশ করা হয়। **১৫। কুকুরের ভ্যাকসিন ক্রয়ের** সুপারিশ করা হয়। **১৬। গাছ কাটার জন্য বরাদ্দ দেয়ার সুপারিশ করা হয়।** ১৭। মনমোহন সাহেবের বাড়ী হতে পাইকসা রাধা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা ড্রেনসহ নির্মানের সুপারিশ করা হয়। ১৮। অবৈধ ভাবে নির্মিত মধুর ঘাট প্লাষ্টিক কারখানার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়। ১৯। পলাশ নতুন বাজার ও ট্রাকষ্ট্যান্ডে মার্কেট করার সুপারিশ করা হয়। ২০। অটোরিক্সা লাইন্সে ফি আগামী অর্থ বৎসর থেকে ১,০০০/= (এক হাজার) টাকা অস্থায়ী সনদ ১৫০/=, স্থায়ী সনদ ১০০/= ধার্য্য করার সুপারিশ করা হয়। ২১। অডিটরিয়ামের পশ্চিম পার্শ্বে বৃক্ষরোপন করার সুপারিশ করা হয়।	**নগর সমন্বয় কমিটির উপস্থাপিত সকল সুপারিশ সমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।**	**২,৩ নং সুপারিশ কাউন্সিলর বৃন্দ।** **৪,৭ নং সুপারিশ ০৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর।** **১,৬,৮,৯,১০,১১,১৭,১৮,১৯ নং সুপারিশ প্রকৌশল বিভাগ।** **১২,১৩,১৪,১৫,১৬,২০,২১ নং সুপারিশ পৌনিক।**

ক্র/নং	আলোচ্য সূচীঃ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩।	**স্থায়ী কমিটির সভার সুপারিশ সমূহ আলোচনা ও সুপারিশ গ্রহণ প্রসঙ্গে।**	স্থায়ী কমিটি সমুহের কো-অপ্ট সদস্যদের কাছ হতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় সুপারিশ সমুহ সংক্ষিপ্ত আকারে সারাংশ করে নিম্নরুপ ভাবে উপস্থাপন করেন।	আলাপ আলোচনান্তে স্থায়ী কমিটির উপস্থাপিত সকল সুপারিশ সমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা /কর্মচারীবৃন্দ
	১। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো বিষয়ক স্থায়ী	১। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সরকারী উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ও পৌর রাজস্ব তহবিল ও কোভিড-১৯ এর আওতায় আহবানকৃত দরপত্রের কাজগুলির গুনগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে শেষ করার সুপারিশ করা হয়।		
	২। আইন শৃঙ্খলা ও জন নিরাপত্তা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	১। চুরি ,ডাকাতি বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা এবং মহল্লা ভিত্তিক পাহাড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করা । ২। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা ।		
	৩। ময়লা আবর্জনা অপসারন ও হস্তান্তর বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	কোরবানীর বর্জ্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে অপসারন করার সুপারিশ করা হয়।		
	৪। দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	দারিদ্র্য নিরসনের জন্য দরিদ্র মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষন দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।		
	৫। কর আদায় ও নির্ধারন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	১।পৌর কর ধার্যের নোটিশ বাড়ি বাড়ি পৌছানোর সুপারিশ করা হয়। ২। যারা নোটিশ বিতরন করবেন তাদেরকে নোটিশ প্রতি ২ টাকা হারে সম্মানী ভাতা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।		
	৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	১। প্রতি ওয়ার্ড থেকে কমপক্ষে ৫০০ জনকে ভিজিএফ কার্ড বিতরনের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।		
	৭। বাজার মুল্য পর্যবেক্ষন মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	১। ঘোড়াশাল বাজারের শেডগুলো মেরামত করে দোকানগুলো শেডের ভিতরে নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।		
	৮। সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সরকার ঘোষিত সময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান যাতে করে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়।		
	৯। হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়।		
	১০। মৎস্য ও প্রাণী বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	দরিদ্র লোকদের তালিকা করে গবাদী পশু পালনের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।		
	১১। স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	১। Zoonotic Disease রোধ কল্পে সুস্থ্য পশু জবাই নিশ্চিত করতে ও পশু জবাই ফিস গ্রহনে কাযকর ভুমিকা রাখতে সুপারিশ করা হয়। ২। বিবাহ নিবন্ধনের ফি আদায়ের সুপারিশ করা হয়।		
	১২।দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	অতি সম্প্রতি ডেঙ্গু জ্বরের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সমগ্র পৌর এলাকায় মশা নিধনের ঔষধ ছিটানোর সুপারিশ করা হয়		
	১৩।নগর পরিকল্পনা উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	ওয়ার্ড ভিত্তিক রাস্তা ও ড্রেনের তালিকা প্রনয়ন করে কম্পিউটারাইজড করার সুপারিশ করা হয়।		

<table>
<tr><th>ক্র/নং</th><th>আলোচ্য সূচীঃ</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৪।</td><td>রাজস্ব আদায় বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।</td><td>সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশক্রমে কর আদায়কারীর কাছ হতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে, জুন/২০২৩ মাসে পৌর করের দাবি ছিল= ১,৯৫,১০,০৭২/= টাকা। আদায় হয়েছে= ১,২০,৭১,৭১৪/= টাকা। আদায়ের হার ৬১.৮৭%। ট্রেড লাইসেন্স বাবদ জুন/২০২৩ মাসে আদায় হয়েছে ৬৭,৩৫০/= টাকা। নতুন লাইসেন্স করা হয়েছে ১১টি এবং নবায়ন করা হয়েছে ৪৩টি। তিনি আরও জানান যে, লাইসেন্স ফি আদায়ের হার গত বছরের এই সময়ের তুলনায় অনেক ভাল। তবে রিক্সা, অটোরিক্সা, ভ্যান এর লাইসেন্স কার্যক্রম ২ বছর ধরে বন্ধ।
ননট্যাক্স বাবদ জুন/২০২৩ মাসে আদায় হয়েছে ৩৮,৯৬,৩০৬.৯৮ টাকা। উহার মধ্যে সাবরেজিষ্টার অফিস হতে ১৭৫৫৭৪০.৩০/= টাকা।
এসমস্ত বিষয়ে উপস্থিত সকলের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে কাউন্সিলর মোঃ বিল্লাল হোসেন বলেন যে, পৌর কর আদায়ের হার বৃদ্ধি করা খুবই দরকার। এজন্য জনগনকে সচেতন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উচিত। কাউন্সিলর জাকিয়া সুলতানা বলেন যে, পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে বিধি বিধানের বাহিরে কর না কমানোর বিষয়ে মেয়র মহোদয়কে পরামর্শ দেন। কাউন্সিলর ইমরান হোসেন বলেন যে, অনেক পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে লাইসেন্স অনলাইন ভিত্তিক। আমাদের পৌরসভায়ও অনলাইন করা দরকার।</td><td>১। মোট লক্ষ্যমাত্রার নূন্যতম ৯০% হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২।সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স এর আওতায় আনার সিদ্ধান্ত হয়।
৩। মাঠ পর্যায়ে গিয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সিদ্ধান্ত হয়।।
৫। রিক্সা, অটোরিক্সা, ভ্যান এর লাইসেন্স করার সিদ্ধান্ত হয়।</td><td>কর আদায় ও লাইসেন্স শাখা</td></tr>
<tr><td>৫।</td><td>জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ</td><td>পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় জানান যে, গত জুন/২৩ মাসে ০-৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনের টার্গেট ছিল ১৫৯ এবং মৃত্যু নিবন্ধনের টার্গেট ছিল ৪৪। জন্ম নিবন্ধন হয়েছে ৮০টি মৃত্যু নিবন্ধন হয়েছে ৮টি। এ ব্যাপারে আলোচনান্তে টার্গেট পুরন করার জন্য সকলকেই আরো আন্তরিকতার সহিত কাজ করার জন্য বলেন। মেয়র মহোদয় আরোও বলেন যে, জন্ম নিবন্ধনের টার্গেট পুরনের জন্য সকল কাউন্সিলরকে ভূমিকা নিতে হবে।</td><td>১। টার্গেট পুরনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আরো সক্রিয় হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।
২। কাউন্সিলরগন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে এ ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।</td><td>পৌনিক</td></tr>
<tr><td>৬।</td><td>মুক্তিযোদ্ধাদের নামে সড়কের নাম করন প্রসঙ্গে ঃ</td><td>মেয়র মহোদয় সভায় জানান যে, মুক্তিযোদ্ধারা সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদের কারনেই আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। আজ যারা বড় বড় কর্মকর্তা , বড় বড় নেতা সব কিছুই সম্ভব হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের কারনে। এদেশের মানুষের হৃদয়ে তাদের অবদান চির ভাস্বর, চির অম্লান হয়ে থাকবে। এক কথায় তাদের অবদান অনস্বীকার্য । তাই ঘোড়াশাল পৌর এলাকায় যে সমস্ত বীর সন্তানরা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে জীবন দিয়েছেন অথবা পঙ্গুত্ব বরন করেছেন তাদের নামে প্রতি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে একটি করে রাস্তার নাম করন করার প্রস্তাব করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে তার এই প্রস্তাব সবাই সমর্থন করেন। আপাতত নিম্নরূপভাবে নিম্নবর্নিত বিদ্যমান সমুহের নাম বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে নামকরনের প্রস্তাব করেন।
<table>
<tr><th>বর্তমান রাস্তার নাম</th><th>রাস্তার প্রস্তাবিত নাম</th></tr>
<tr><td>১। ৫নং ওয়ার্ডে সওজ হতে পাইকসা হয়ে সরকারটেক ও ধলাদিয়া মোড় পর্যন্ত রাস্তা।</td><td>২। বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান আলী সড়ক।</td></tr>
<tr><td>২। ০৭ নং ওয়ার্ডের ঘোড়াশাল পাঁচদোনা মেইনরোড হতে ফুলদির টেক বড় মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা।</td><td>৪। বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মজিদ জয়বাংলা সড়ক।</td></tr>
<tr><td>৩। ৮নং ওয়ার্ডের আটিয়া ব্রীজ থেকে পৌরসভার শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তা।</td><td>১। বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আব্দুল মান্নান সড়ক।</td></tr>
<tr><td>৪। ৯ নং ওয়ার্ডের করতেতৈল চৌরাস্তা হতে নুরুল আমিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা।</td><td>৩। বীর মুক্তিযোদ্ধা শফি উদ্দিন সড়ক।</td></tr>
</table></td><td>১। মেয়র মহোদয় কর্তৃক উপস্থাপিত বিদ্যমান রাস্তা সমূহের নাম পরিবর্তন করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে নামকরন করার সিদ্ধান্ত হয়।
২।রাস্তার গুলোর নাম অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অর্থাৎ স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত</td><td>পৌনিক</td></tr>
</table>

ক্র/নং	আলোচ্য সূচীঃ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০৭	**২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে।**	পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় জানান যে, ২০২২-২০২৩ইং অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব খাতে (পানি সরবরাহ শাখা সহ) সর্বমোট আয় ২৭,৩৭,৯৭,৬৯২.০০ (সাতাশ কোটি সাতত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার ছয়শত বিরানব্বই) টাকা মাত্র এবং সর্বমোট ব্যয় ২৭,২৫,৬১,৯৬৭.০০(সাতাশ কোটি পঁচিশ লক্ষ একষট্রি হাজার নয়শত সাতষট্রি) টাকা মাত্র। ২০২২-২০২৩ইং অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন খাতে সর্বমোট আয় ৪৫,২৯,৫০,০০০.০০ (পঁয়তাল্লিশ কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র এবং সর্বমোট ব্যয় ৪৪,৮৪,৯০,০০০/= চুয়াল্লিশ কোটি চুরাশি লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা মাত্র। ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব খাতে (পানি সরবরাহ শাখা সহ) সর্বমোট আয় ২৮,৮৯,১১,৪২৭/= (আটাশ কোটি ঊননব্বই লক্ষ এগার হাজার চারশত সাতাশ) টাকা এবং মোট রাজস্ব ব্যয় ২৮,৮০,০০,০৫৩/= (আটাশ কোটি আশি লক্ষ তিপান্ন) টাকা মাত্র প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন খাতে এডিবি ও রাজস্ব দ্বারা উন্নয়ন মোট আয় ১০,২১,০০,০০০/= (দশ কোটি একুশ লক্ষ) টাকা, জলবায়ু প্রকল্প খাতে মোট আয় ১০,৭০,৫০,০০০/= (দশ কোটি সত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, বিশেষ প্রকল্পে (BMDF) খাতে মোটআয় ৭,৬০,০০,০০০/= (সাত কোটি ষাট লক্ষ) টাকা, গুরুতপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) মোট আয় ২,০২,০০,০০০/= (দুই কোটি দুই লক্ষ) টাকা, কোভিড-১৯ খাতে মোট আয় ৪,৬০,০০,০০০/= (চার কোটি ষাট লক্ষ) টাকা, নগর উন্নয়ন প্রকল্প খাতে মোট আয় ৯,১০,০০,০০০/= (নয় কোটি দশ লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট আয় ৪৪,২৩,৫০,০০০/= (চুয়াল্লিশ কোটি তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, এবং উন্নয়ন খাতে সর্বমোট ব্যয় ৪৩,৮৬,৫০,০০০/= (তেতাল্লিশ কোটি ছিয়াশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র প্রস্তাব করা হয়েছে। এ নিয়ে সভায় সকলের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	প্রস্তাবিত বাজেটের উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে আয় -ব্যয়ের খাত সমুহের ছোট ছোট প্রয়োজনীয় সংশোধন পূর্বক **২০২৩-২০২৪ ইং** অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেটে সর্বমোট আয় = ৭৩,১২,৬১,৪২৭ (তিহাত্তর কোটি বার লক্ষ একষট্রি হাজার চারশত সাতাশ) টাকা মাত্র। ব্যয় = ৭২,৬৬,০৫,০৫৩/= (বাহাত্তর কোটি ছিষট্রি লক্ষ পাঁচ হাজার তিপান্ন) টাকা মাত্র। স্থিতি =৪৬,৫৬,৩৭৪ (ছেচল্লিশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার তিনশত চুয়াত্তর) টাকা মাত্র এবং পূর্ববর্তী বৎসরের স্থিতি ১,৫৭,৯৩,৬৪৯/= টাকা (এক কোটি সাতান্ন লক্ষ তিপান্ন হাজার ছয়শত ঊনপঞ্চাশ) টাকা মাত্র রেখে অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটও অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	**পৌনিক ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা**
৮।	**উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রসংগে**	মেয়র মহোদয় সভায় জানান যে, আগামী ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন সহায়তা তহবিল, রাজস্ব তহবিল ও কভিড-১৯ এর আওতায় দরপত্র আহবানের জন্য প্রকল্প বাছাই ও প্রাক্কলন করার জন্য ইতিপূর্বে -প্রকৌশল বিভাগকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী তারা কাজ করতেছেন। আগামী পৌর পরিষদের মাসিক সভায় উহা উপস্থাপন করার জন্যও তাদেরকে বলা হয়েছে। উপস্থিত সবাই এ বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনাকালে কাউন্সিলরদের কেউ কেউ প্রতিটি ওয়ার্ডে যাতে সমউন্নয়ন হয় সে বিষয়ে মেয়র মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। অনেকে বিগত দিনের অবহেলিত ওয়ার্ডে একটু বেশি কাজ করাও অনুরোধ করেন।	আগামী মাসিক সভায় অবহেলিত অঞ্চলের দিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প গ্রহন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করে উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী

ক্র/নং	আলোচ্য সূচীঃ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৯।	**বিবিধ**	ক) পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় জানান যে, মেয়র মহোদয়ের ব্যবহারের জন্য একটি ল্যাপটপ ক্রয় করা খুবই জরুরী। প্যানেল মেয়র-০১, মোঃ কবির হোসেন বলেন যে, স্মার্ট যুগের স্মার্ট তথ্যাবলী আপলোড ও জানা খুবই দরকার। এ জন্য বাজার দর যাচাই করে মেয়র মহোদয়ের জন্য দ্রুত একটি ল্যাপটপ ক্রয় করার জন্য প্রস্তাব করেন।	১। বাজার দর যাচাই করে মেয়র মহোদয়ের ব্যবহারের জন্য একটি ল্যাপটপ ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২। পৌর রাজস্ব তহবিল থেকে খরচ বহন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
		খ) মশা নিধনের ঔষধ ক্রয় এবং ছিটানো প্রসংগেঃ মেয়র মহোদয় সভায় জানান যে,বর্তমানে ডেংগু মশার প্রাদুর্ভাব বৃদ্বি পেয়েছে।সারাদেশে ডেংগু রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্বি পাচ্ছে।অসংখ্য রোগী মারা যাচ্ছে । মশা নিধনের জন্য ঔষধ ক্রয় করা খুবই জরুরী। উপস্থিত সবাই তার এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। প্যানেল মেয়র মোঃ কবির হোসেন বলেন যে, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বাজার সমুহ ও গুরুত্বপূর্ন স্থানসহ প্রতিটি মসজিদের আশ পাশে মশার ঔষধ ছিটানো দরকার এবং মশার লার্ভা ধ্বংসের জন্য ড্রেনেও ঔষধ ছিটানো দরকার।উপস্থিত সবাই তার এ প্রস্তাবকেও সমর্থন করেন।	১। মশার ঔষধ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়। ২। প্রত্যেকটি মসজিদের আশপাশ সহ, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বাজার সমুহ ও গুরুত্বপূর্ন স্থানে এবং ড্রেনে মশা নিধনের ঔষধ ছিটানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ৩। এ বিষয়ে পৌর রাজস্ব/ সরকারী বরাদ্দ থেকে ব্যায় নির্বাহ করার সিদ্ধান্ত হয়।	
		গ) পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় জানান যে, ২৯/১২/২০২১খ্রিঃ তারিখে পৌর পরিষদের মাসিক সভায় কঞ্জারভেন্সি শাখার কাজের জন্য মাসিক ২০ লিটার জ্বালানী সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মাহবুব কবিরের নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। উক্ত জ্বালানী কাজের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। তাদের আরো কিছু মাসিক জ্বালানী বৃদ্ধি করা দরকার। সবাই উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।	কঞ্জারভেন্সী শাখার কাজের মটর সাইকেলে ব্যবহারের জন্য সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মাহবুব কবিরের নামে ২০লিটার স্থলে মাসিক ২৩ লিটার জ্বালানী বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
		ঘ) প্যানেল মেয়র মোঃ কবির হোসেন বলেন যে, বর্তমান বাজার পরিস্থিতির তুলনায় চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি অপ্রতুল। বিশেষ করে ১ জন এমবি বি এস ডাক্তারের বিগত বহু বছর পূর্বে মাসিক ১৫,০০০/= (পনের হাজার) টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল। খাদেমের বেতনও বৃদ্ধি করা দরকার। তার এ প্রস্তাবকে উপস্থিত সবাই সমর্থন করেন।	১। ডাক্তারের বেতন মাসে ২,০০০/= (দুই হাজার) টাকা বৃদ্ধি করে ১৭,০০০/= (সতের হাজার) টাকা করার সিদ্ধান্ত হয়। ২। ঈমাম সাহেবের, মোয়াজ্জেমের বেতন মাসে ২,০০০/= (দুই হাজার) টাকা ও খাদেমের মাসে ১,০০০/= (এক হাজার) টাকা বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ১৫,০০০/=, ১১,০০০/= ও ৯,০০০/= টাকা করার সিদ্ধান্ত হয়। ৩। বেতন বৃদ্ধি জুলাই/২৩ মাস হতে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আল মুজাহিদ হোসেন
)
মেয়র
ঘোড়াশাল পৌরসভা
পলাশ, নরসিংদী।

স্মারক নংঃ ঘোপৌস/০১/সাধা-১/২০২২-২০২৩/ তারিখঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতির জন্যঃ

১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নগর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালক,আরবান ম্যানেজম্যান্ট সাপোর্ট ইউনিট,এলজিইডি সদর দপ্তর, লেভেল-৭, আরডিইসি ভবন,আগারগাঁও ঢাকা-১২০৭।

৩। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী।

৪। প্রকল্প পরিচালক, গুরুত্বপূর্ন নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২,আরডিইসি ভবন, এলজিইডি সদর দপ্তর, আগারগাঁও ঢাকা-১২০৭।

৫-১৬। কাউন্সিলর,(সকল), ঘোড়াশাল পৌরসভা, পলাশ, নরসিংদী।

১৭। বিভাগীয় প্রধান (সকল), ঘোড়াশাল পৌরসভা ,পলাশ, নরসিংদী। ।

১৮। অফিস কপি

(মোঃ আল মুজাহিদ হোসেন)
মেয়র
ঘোড়াশাল পৌরসভা
পলাশ, নরসিংদী।